প্রথম প্রকাশ : ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬০

প্রকাশনায় : বন্দনা মজুমদার
সাত্ত্বিক সাহিত্য সংস্থা
১২০/১, রামকৃষ্ণপুর লেন,
হাওড়া-২

প্রচ্ছদ : শৈলেন শেঠ

মুদ্রনে : শ্রীপরেশচন্দ্র দাস
কমার্শিয়াল ইউনিয়ন প্রেস,
৬৪, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

একটি নতুন ফুল

হে বিমুগ্ধ ভালবাসা, হে আমার ক্লান্ত প্রতিবেশী,
ফোটাও রজনী শেষে ভোরের সে নন্দিত গোলাপ,
অন্ধকার আছে বলে আমি একা সীমান্ত সরনি
হেঁটে যাবো প্রেমিকের মত সেই গোপন প্রত্যাশায়।

এখন আলোর দীপ হাতে নিয়ে কে আসবে ঘরে ?
মানুষের মন থেকে অন্ধকার মুছে দিতে হবে।
কেননা মানুষ তার অতীতের সব গ্লানি ভুলে
রমণীয় হবে বলে প্রতিশ্রুত আছে সারাদিন।

এখন নদীর প্রান্তে তোমরা কেউ ডেকোনা আমায়
এখন ঝড়ের সাথে মুখোমুখি হতে হবে, তাই
সমস্ত বেদনা নিয়ে বসে আছি ফুলের মেলায়,
একটি নতুন ফুল বাগানেতে ফোটাবো আবার।

হে বিমুগ্ধ ভালবাসা, হে আমার ক্লান্ত প্রতিবেশী,
বিপন্ন দুঃখের কাছে এইবেলা ডেকোনা আমায়।

খেলাঘর

হে আহত প্রসন্নতা, ঘনিষ্ঠ বিষাদের ঘরে
কিছু প্রেম কিছু স্মৃতি, কিছু ভালবাসা
উদ্ভাসিত করে দাও। বুকের অন্তরালে আজ
একটি নন্দিত মুখ ঢেকে রাখো। কেননা এখন
আমি ক্লান্ত বড় ক্লান্ত, এই ব্যর্থ যৌবনের ভারে।

মাটির পুতুলে ছ্যাখো জীবনের কত রূপকথা—
কাঁদে পিতা, কাঁদে মাতা। অথচ এসব সত্য নয়,
অথচ অবোধ নর বোঝে নাকো পৃথিবীর কথা;
অনেক অনেক বেশি জানে নাকো জীবনের দাম।

কেননা আমরা সব রঙীন আশার মোহ নিয়ে
পৃথিবীতে বানিয়েছি আমাদের প্রিয় খেলাঘর।

রাত্রির ছায়া

এখন এ অন্ধকারে পরিপূর্ণ চন্দ্রিমার মত
জাগো হে সুন্দরী তুমি, জাগো তবে ম্লান অভিসারে,
অশথ গাছের তলে জোৎস্নায় প্লাবিত উদ্যানে
অনেক সাধের খেলা সুরু হবে। সমর্পিত প্রেমে
মাঘের স্মরন দিনে রাতের এ সাম্রাজ্য আমার।

দেখেছি নদীর প্রান্তে বনানীর সবুজ চূড়ায়
হলুদ রঙের পাখী, নীড়ে তার মায়াবী শাবক,
ক্লান্ত দিনের শেষে সব কথকতা শেষ হলে
রাত্রির ছায়া নামে ধীরে ধীরে পৃথিবীর পরে।

জীবনের সব গান থেমেগেছে। এখন শুধুই
গভীর প্রেমের গান বেগবতী তটিনীর মত
ভরে দেবে বেদনায় পরিশ্রুত মানুষের মন।

শিশুর মতন স্নিগ্ধ সূর্যোদয়ে জীবনের যত
মলিনতা ধুয়ে যাক, রক্ত হয়ে ঝরে যাক আজ,
অমৃতের অভিজ্ঞানে পূর্ণ হোক মঙ্গল কলস।

পাহাড়তলীতে

তুমি হে বিপন্ন দুঃখ, বার বার অমলিন স্বরে
এখন ডেকোনা আর অতি ব্যস্ত পাহাড়তলীতে
রোজকার খেলা শেষে ছায়াঘন শীতের বেলায়
আমাকে ঘুমোতে দাও, ক্লান্ত আমি জীবনের রণে।

সকালের সব স্মৃতি মনে রেখে প্রবুদ্ধ ধীবর
অনেক আলোয় পথ পার হয়ে একা একা তবু
সযত্নে ফোটাব ফুল অবশেষে নিরব মরুতে।
এবার তোমরা বন্ধু স্বাভাবিক বালকের মত
খেলে যাও জীবনের আরো কিছু ঘর ঘর খেলা।
নিমগ্ন সন্ধ্যায় বসে রাত জাগা প্রেমিকের মতো
নির্জন নিখিলে ছাখো নিরবধি আশার কুহক।

তুমি হে বিপন্ন দুঃখ, বার বার অমলিন স্বরে
আমায় ডেকোনা আর অতি ব্যস্ত পাহাড়তলীতে।

হে দৈবত রমণীরা

এখনো মনের মধ্যে অতৃপ্ত কামনাকে নিয়ে
কে পথ হাঁটছে নিরবধি ?
কোন শূন্য বালুকার তটে
সমস্ত হৃদয় কার বিরাজিত তটিনীর মত ?

তবে কি সাম্রাজ্য ভুলে তরণী ভাসাবে সম্রাট ?
দুঃখের সমুদ্রে একা পাড়ি দেবে, তবু
হৃদয়ে থাকবে শুধু শীতল বিষাদ ?

হে দৈবতা রমণীরা, দিনান্তের গোধূলি বেলায়
অন্ততঃ কিছু পথ হেঁটে এসো ম্লান অভিসারে।
ভীষণ ঝড়ের রাতে একটি প্রদীপ শিখা জেলে
প্রেমের সাম্রাজ্যে দেখো বিরাজিত প্রেমিক পুরুষ।
ভালবাসার গোপন রহস্যে আজো
একক স্বপ্নে সে তার ঘর বেঁধে যায়।

শান্তির শপথ

আমার রক্তের মধ্যে কে তুমি আজ ভাঙ্গার গান শোনাও
কে তুমি আমার ঘরে প্রতিবেশীর মরা লাশটাকে রেখে গেলে ?
তোমাদের ভাই, তোমাদের বোন, তোমাদের আত্মীয় স্বজনের মুখ
আমি আর ছেলেবেলাকার অমল বিশ্বাস নিয়ে দেখতে চাইনা।
এখন আমি গঙ্গার পবিত্র জলে হাত ধুয়ে শুদ্ধ হতে চাই,
আর শুনতে চাই ভোরের আলোয় পথ চলার গান।

পৃথিবীতে এখন কে আছো বলো, কে আছো ?
যে আমায় মানুষের স্বরে দেবতার মত পবিত্রতম গান শোনাতে পারে
যে আমায় দিতে পারে রমণীয় স্বর্গের সন্ধান।
সেদিন জেনো ষাট কোটি ভারতবাসীর
মন থেকে সমস্ত অন্ধকার মুছে যাবে।
একজাতি, এক প্রাণ—এ মহান অনুভূতি নিয়ে
আমরা পরস্পরকে সহোদর বলে
সুবর্ণ শঙ্খের মালা পরাবো গলায়।

বুকের রক্ত দিয়ে এসো আমরা সবাই মিলে আজ
দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় নতুন শপথ নিই।

নিয়তি, তোমার দাবী

স্বর্গত পিতার ছবি দেয়ালেতে দেখে মনে হয়,
অমন আঁধার থেকে কবে আমি এখানে এলাম—
কে আমাকে নিয়ে এলো পরিচিত আলোর কুলায়
ফোটালো ফুলের কুঁড়ি সমস্ত রজনী জেগে জেগে!
বিকালে সবার মুখে চেয়ে দেখো সকরুণ ছবি,
করুণ মমতা নিয়ে সকালতো সম্রাটের মত
চলে গেছে সমারোহে অভিলাষী বুকের ভিতর।
এখন সবই কাঁদে হিসাবের কানাকড়ি নিয়ে।

হে দেবতা, সারাদিন সমস্ত বেদনা ছুঁয়ে তবু
উজ্জ্বলতা এনে দিও অভিশপ্ত মনের কোণায়।
কেননা দিনের সূর্য পরপারে ডুবে গেলে তবু
গোধূলির ম্লান আলো রেখে যাবে মেঘের ভেলায়।

নিয়তি, তোমার দাবী জয়ী হোক। বিকালের রোদে
চলে যাবো পরপারে শব্দহীন সময়ের রথে।

সময়ের বহমান স্রোতে

কে তুমি আদিম দুঃখ, সময়ের বহমান স্রোতে
রচনা করেছো শুধু কোন এক জরা জীর্ণ ঘর—
যেখানে মানুষ তার দু'চোখে রঙীন স্বপ্ন ভুলে
কেঁদে ওঠে সারাদিন প্রসারিত ঘনিষ্ঠ আঁধারে।

একদা মানুষ তার পুরাতন সব ব্যথা ভুলে
রমনীয় হবে বলে প্রতিশ্রুত ছিল সারা বেলা।
অথচ হাসির মধ্যে সে দেখলো বিষাদের ছায়া;
পাতার আড়ালে তাই মুখ ঢাকলো বন্য হরিণ।

অনেক ইচ্ছার পাখি মরে গেছে, শুধু তার বাসা
আজো দোলে চেয়ে ছাখো সে কৃষ্ণচূড়ার মরা ডালে।
আমাদের মন থেকে একদিন আলো নিভে গেলে
অন্ধকারে পড়ে রবে শুধু তার অগোপন স্মৃতি;
সময়ের ব্যাধ এসে প্রমত্ত যৌবন করবে শিকার।

কে তুমি আদিম দুঃখ, বেলাশেষে অন্ধকার ঘরে
ঘনিষ্ঠ আশ্রয়ে একা আমায় ডেকো না সারাবেলা।

জীবনের প্রসারিত ঘরে

হে প্রথম নন্দিত বেদনা আমার
হে আমার অভিশপ্ত জীবনের সাথী,
আমাকে এখন এই শিহরিত অন্ধকার থেকে
তুলে নাও জীবনের প্রসারিত ঘরে।

গভীর ধ্যানের লগ্ন আমাদের প্রেম, ঘৃণা, শোকে
উজ্জ্বলতা এনে দেবে ; অমরতা সেই বরাভয়ে।
সব আলো নিভে গেলে একটি আলোর অভিসারে
বাঁচবো অক্ষত দেহে, হারাবো না বিকালের ঝড়ে।

এখন পথের প্রান্তে এসে গেছি। বিষাদের ঘরে
কেমন স্তিমিত ছাখো দ্যুতিময় প্রাণের প্রদীপ,
এখন প্রাচীন দৃশ্য মনে পড়ে—ফেয়ারী আলোয়
জননী দেখেছে তার মৃত্যু এক সন্তানের মুখ।

দেয়ালের ছবি

পুষ্পিত কাননের মাঝে বাজাও বাঁশরী তব
তুমি এক অজানা পথিক।
করাল কালের চিহ্ন পড়বে না তোমার উপর,
আঁকবে না পদচিহ্ন তার—
হিরন্ময় যৌবন নিয়ে
জেগে রবে চিরকাল পৃথিবীর বুকে।

এ দেখি সাঁঝের বেলা,
তবু আজ ক্লান্ত বিহঙ্গের মত পারিজাত বনে
কেন কবি আছো বিষণ্ণ বদনে ?
সে ফুল তো ঝরে গেছে, ফুটবে না আর—
বাতাস গন্ধ আর বইবে না তার।

এইটুকু সান্ত্বনা খুঁজে পাবে তবু
সারাদিন জেগে আছে সমুখে তোমার—
যারে নিয়ে রচেছিলে মনের বাগান।
মানুষের হাহাকারে
করুণার্দ্র' হবে নাকো তোমার হৃদয়।

হে বিমুগ্ধ প্রতিবেশী

হে বিমুগ্ধ প্রতিবেশী, হৃদয়ের গোপন ব্যথায়
আমাকে দিওনা সঁপে অভিশপ্ত প্রেমিকের কাছে।
সহজ ভোরের স্বপ্নে বিগত রাত্রির কথা ভুলে
আবার জাগাবো প্রেম অগণিত রমনীর বুকে।

জীবনের সব দেনা শেষ হলে পৃথিবীর পরে
নুতন ঘরের স্বপ্ন বুক বেঁধে অমূল্য সময়
কে আর কাটাতে চায় অনভিজ্ঞ বালকের মত।
প্রতিদিন কত শত প্রস্ফুটিত রঙীন গোলাপ
ঝরে যায় ধরনীতে তার শেষ ঋণ শোধ দিতে,
তবুও ফুরায় নাকো অগণিত জীবনে দেনা।

আমরা তবুও এক অনভিজ্ঞ বালকের মত
আমাদের সব গ্লানি ভুলে যাই দিবসের শেষে,
নতুন পৃথিবী দেখি অপরের মগডালে চড়ে ;
অথচ জানি না কেউ এতটুকু সময়ের দাম।

হে বিমুগ্ধ প্রতিবেশী, আমাদের চেতনাকে নিয়ে
রঙীন সূর্যের দিকে প্রসারিত করে দাও মন।
আলোয় আলোয় আজ ভরে যাক আঁধার ভুবন।

নন্দিত প্রেমিক

ভোরের নন্দিত ফুল বাগানেতে দেখে সারাদিন
আমরা সকলে দ্রুত চলে যাবো অতি সমারোহে
সূর্যের আলোতে ভরা সে মহান আনন্দ ধামে
হৃদয়ে থাকবে শুধু পুরাতন পৃথিবীর স্মৃতি।

এখন সে কুলভাঙা ভয়ঙ্কর অজয়ের তীরে
দ্যাখো কি পরম শান্তি বিরাজিত, দুয়ারে এখন
ভীষণ ঝড়ের রাত মনে হয় চলে গেছে দূরে।
এখন একাকী সেই গোপন প্রত্যাশা বুকে নিয়ে
কে নেবে গোলাপ চারা নিজ হাতে রোপনের ভার,
ভোরের নন্দিত ফুল কে ফোটাবে বৃক্ষের চূড়ায়?
এসো তবে সমারোহে হে আমার নন্দিত প্রেমিক,
অনেক ঝড়ের রাতে হৃদয়ে গোপন ছবি এঁকে।

আমি একা বসে আছি ক্ষেত ভরা ফসলের মোহে
বসে আছি একটি গোলাপ ফুল তুলে নেব বলে।

তরণী ভাসাবো আমি

রূপসী নদীর জলে মুখ দেখে সকল সময়
কে তোমরা সঙ্গোপনে বসে আছো আহত প্রেমিক
আগামী ভোরের স্বপ্ন এইবেলা সব দুঃখ ভুলে
ফুলের প্রান্তরে আজ হেঁটে এসো ম্লান অভিসারে।

প্রশান্ত রোদের শান্তি মুছে গেলে পৃথিবীর পরে
ক্ষণেক যদিও নামে অবারিত বিষণ্ণ আঁধার,
ভোরের পথিরা তবু সময়ের সব গ্লানি ভুলে
রাত জেগে বসে আলোকিত প্রভাতের তরে।

একদিন পৃথিবীর সব আলো নিভে গেলে জানি
সেদিন আরেক সূর্য এনে দেবে আলোর প্রহর।
সূর্যাস্তের মত ম্লান ফুলের স্তবক ঝরে গেলে
আরেক রঙীন ফুল ফুটে ওঠে বাগানে আবার।

বয়স্ক ইচ্ছার স্রোতে প্রশস্ত রজনী মনে রেখে
তরণী ভাসাবো আমি আলোর সে মোহনার দিকে।

সত্যেন্দ্রো

এক মুর্খ ঘরামিকে

কে তুমি ঘরামী, শুধু একমনে বেঁধে যাও ঘর ?
এমনি মূর্খ তুমি, অনভিজ্ঞ বালকের মত
পরের নির্দিষ্ট ঘরে প্রকাশ করেছো নিপুণতা।
অথচ জানোনা তুমি কত ঘর পুড়লো তোমার,
ক্রমশ বয়স বাড়ে, নত হও দীনতার ভারে !

কি হারালে, কিবা পেলে, বলে যাও, কেন নিরুত্তর ?
হিসাবের খাতা শূন্য ; হয়েছে অনেক দেনা তাই।
এখন কেঁদোনা তবে পরাজিত সেনানীর মত ;
বুকের ভিতর শুধু জমে আছে ক্লেদাক্ত বিষাদ।

অন্ধকার তপোবনে বয়ে চলে শ্রাবণের নদী,
ফুলগুলি ঝরে যায় অগণিত ব্যথা বুকে নিয়ে।
ভোরের পাখীরা তবু ঘর বাঁধে দুপুর বেলায়,
দু'চোখে আনন্দ নিয়ে চলে যায় বহু দূর দেশে।

তবু হে ঘরামী, দ্যাখো নিজের ঘরের দিকে চেয়ে,
জরাজীর্ণ ঘরে শুধু অন্ধকার জমা হয়ে আছে।

জীবনের খেলাঘরে

তবে হে মৃত্যুর দূত, শোকমগ্ন সমাধির পরে
এখন রচনা করো আনন্দের অভিনব ঘর।
রঙীন চেতনা নিয়ে আমি আজ এইবেলা শুধু
ফিরে যাবো সমারোহে আলোকিত মোহনার দিকে।

একদিন দ্বিধাহীন স্রোতের সমীপে বসে বসে
ঢেউ গোনা শেষ হলে ওপারের দেবতার ডাকে
যেতে হবে, তাঁর কাছে দিতে হবে কাজের হিসাব—
যেহেতু জীবন নয় হাসি গানে কাটাবার ধন।
দু'দিনের কোলাহল শেষ হলে পৃথিবীর পরে
সকলেই চলে যাবে অভিশপ্ত সময়ের ডাকে।
তবুও মানুষ চায় সব কিছু রমণীয় ধন,—
শূন্য আসন তার পড়ে থাকে শুধু খেলাঘরে।

এখন তাহলে বন্ধু নদীর কিনারে ফিরে যাও,
পরস্পর মুখ দ্যাখো যদি পারো জলের ভিতর।

সম্ভ্রান্ত রমণীর কাছে

দুয়ারে কে আছো তবে। সময়ের কঠিনতা ভুলে
নিজস্ব নিখিলে একা হে আমার প্রসন্ন মানুষ
উদ্ভাসিত করে দাও তোমার নিবিড় অধিকার—
স্বর্ণাভ প্রান্তরে আমি বসে আছি আহত প্রেমিক
আনন্দ দুঃখের স্মৃতি হৃদয়ে ভাসছে অনুরত।

অনন্ত সমুদ্রে একা অভিশপ্ত মানুষের মত
বুকের গভীরে আমি যে ব্যথা রেখেছি সঙ্গোপনে
তার কথা কোনদিন হবে নাকো বলা।
আগত প্রহরে তুমি হে আমার রমণীয় স্মৃতি
সকালের সব ছবি মনে রেখে গোধূলি বেলায়
হানো তীব্র কশাঘাত। তবুও তখন
মৌনতায় সমাহিত প্রতিমার মত
নিজস্ব কুটিরে আমি বসে রবো সুদীর্ঘ সময়
রক্তে জাগাবোনা তবু অশান্ত নিবিড় অভিলাষ।
কেননা আমরা আজ প্রতিষ্ঠা করেছি সেই ঘর
প্রশস্ত আড়ালে যার মৃত্যুর সহস্র গোপনতা।

এক জাতি, এক প্রাণ

মানুষের পৃথিবীতে করুণার পাত্র হয়ে কে পারে বাঁচতে
সারাদিন ?
করুণা প্রত্যাশী নই তাই আমি এমন কি দেবতার কাছে।
নদীর স্রোতের মত যদি পারি জীবনের সব বাধা ঠেলে
একাকী পৌঁছে যাবো নিজ হাতে গড়া কোনো অমৃতলোকে

একদিন রমণীয় পৃথিবীতে আমাদের সব কোলাহল
থেমে গেলে রাতশেষে অনাগত মানুষের দল
নিজহাতে তুলে নেবে সুগন্ধি গোলাপচারা রোপনের ভার।
সেইদিন আমরাও মহাসমারোহে
কিছু রক্ত ঢেলে দেবো দেবতার পায়ে।

দেবতা জীবিত কি মৃত এ তর্কে কারো কোন প্রয়োজন নেই।
অমূল্য সময় কিছু এই তর্কে নষ্ট হয় যদি,
সে হবে আমাদের অনভিজ্ঞ বালকের মত
ঘরের খেলায় মেতে কাটানো সময়।

তার চেয়ে সেই ভালো, চলে এসো ঝর্ণার জলে
মুছে ফেলি আমাদের জীবনের সব মলিনতা।
এক জাতি, এক প্রাণ আমরা সকলে মিলে মিশে -
নিজেরা রাজত্ব করি পৃথিবীর পরে ;
পৃথক রাজার কোন নেই প্রয়োজন।

একুশ

তোমার মধুর নামে

তুমিতো জানোনা প্রিয় কতদিন কতনা সময়
চুপিসাড়ে কাটিয়েছি হৃদয়ে গোপন ব্যথা রেখে
সকল আশার তারা টুপ্‌টাপ্‌ ঝরে পড়ে গেছে,
পুড়ে গেছে ফুলে ভরা আমার সে মনের বাগান।
অজও তেমনি তবু বসে আছি আহত প্রেমিক,
কখন আসবে তুমি অজানিত দূর দেশ থেকে।
তোমার মধুর নাম হৃদয়ে রাখবো শুধু ধরে,
নরকের পথে যেতে এইটুকু সান্ত্বনা আমার।
তুমিতো জানোনা প্রিয়, একদিন সময়ের কাছে
পরাজিত হতে হবে; তখন তোমায় প্রশ্ন করি
কি দেবে জীবন বলো? থাকবে কি জীবনের দান?
তবুও তোমার স্মৃতি, তবুও তোমার প্রেম জানি
মনের গোপন কোণে রয়ে যাবে, আর পড়ে রবে
স্মৃতির বেদানাভারে ব্যথাদগ্ধ একটি হৃদয়।

এক জাতি, এক প্রাণ

মানুষের পৃথিবীতে করুণার পাত্র হয়ে কে পারে বাঁচতে
সারাদিন ?
করুণা প্রত্যাশী নই তাই আমি এমন কি দেবতার কাছে।
নদীর স্রোতের মত যদি পারি জীবনের সব বাধা ঠেলে
একাকী পৌঁছে যাবো নিজ হাতে গড়া কোনো অমৃতলোকে

একদিন রমণীয় পৃথিবীতে আমাদের সব কোলাহল
থেমে গেলে রাতশেষে অনাগত মানুষের দল
নিজহাতে তুলে নেবে সুগন্ধি গোলাপচারা রোপনের ভার।
সেইদিন আমরাও মহাসমারোহে
কিছু রক্ত ঢেলে দেবো দেবতার পায়ে।

দেবতা জীবিত কি মৃত এ তর্কে কারো কোন প্রয়োজন নেই।
অমূল্য সময় কিছু এই তর্কে নষ্ট হয় যদি,
সে হবে আমাদের অনভিজ্ঞ বালকের মত
ঘরের খেলায় মেতে কাটানো সময়।

তার চেয়ে সেই ভালো, চলে এসো ঝর্ণার জলে
মুছে ফেলি আমাদের জীবনের সব মলিনতা।
এক জাতি, এক প্রাণ আমরা সকলে মিলে মিশে
নিজেরা রাজত্ব করি পৃথিবীর পরে ;
পৃথক রাজার কোন নেই প্রয়োজন।

তোমার মধুর নামে

তুমিতো জানোনা প্রিয় কতদিন কতনা সময়
চুপিসাড়ে কাটিয়েছি হৃদয়ে গোপন ব্যথা রেখে।
সকল আশার তারা টুপ্‌টাপ্‌ ঝরে পড়ে গেছে,
পুড়ে গেছে ফুলে ভরা আমার সে মনের বাগান।
আজও তেমনি তবু বসে আছি আহত প্রেমিক,
কখন আসবে তুমি অজানিত দূর দেশ থেকে।
তোমার মধুর নাম হৃদয়ে রাখবো শুধু ধরে,
নরকের পথে যেতে এইটুকু সান্ত্বনা আমার।
তুমিতো জানোনা প্রিয়, একদিন সময়ের কাছে
পরাজিত হতে হবে; তখন তোমায় প্রশ্ন করি
কি দেবে জীবন বলো? থাকবে কি জীবনের দান?
তবুও তোমার স্মৃতি, তবুও তোমার প্রেম জানি
মনের গোপন কোণে রয়ে যাবে, আর পড়ে রবে
স্মৃতির বেদনাভারে ব্যথাদগ্ধ একটি হৃদয়।

শুদ্ধতম আলোর বকুল

পুরানো ছবির পরে হাত রেখে বেলা অবসানে
কে তোমরা বসে আছো দ্বিধাহীন আহত প্রেমিক ?
ব্যাপক তিমিরে একা অবিনীত সম্রাটের মত
তুলে নাও যদি পারো শুদ্ধতম আলোর বকুল।

একদা এ পৃথিবীতে আলোর দ্যোতনা নিভে গেলে
প্রদীপ্ত সূর্যের আলো কে আনবে মানুষের মনে ?
তার তরে আমি আজো প্রতীক্ষা করছি সারাদিন
সুবর্ণ শঙ্খের মালা নিজহাতে পরাবো গলায়।

যদি না দুঃখের রাতে আলোর প্রদীপ জ্বেলে হাতে
আমাদের সহোদর ছুটে আসে জাগাতে প্রণয়,
তবে আমি নিজহাতে তুলে নেবো অতি সমারোহে
সুগন্ধি গোলাপচারা রোপনের ভার চিরকাল।

হে প্রেম হে মৃত্যু তুমি যতই আঘাত হানো বুকে
কাঁদবোনা তব জেনো অসহায় মানুষের মত।

এখন বুকের মধ্যে

এখন বুকের মধ্যে কার হাহাকার শুনি
কার নামে আজ মনের কোনে জমছে কালো মেঘ ?

কে ভাঙলো আজ আমার সাধের ঘর ?
নাম জানিনা জানিনা তার জাত,
এমনিতরো হত্যাকারী ছুরিতে দেয় শান !
কাঁদছে প্রেমিক, কাঁদছে ভগবান !
হাতের রক্ত ছুরিতে আজ হৃদয় ভেঙে
হ'ল যে খান খান ।

কি পেলি তুই, ভাই বোনকে মেরে অতঃপর ?
বুকের মধ্যে কান পেতে শোন
ডাকছে এখন অমর মানুষ
ডাকছে ভগবান ।

শুদ্ধতম আলোর বকুল

পুরানো ছবির পরে হাত রেখে বেলা অবসানে
কে তোমরা বসে আছো দ্বিধাহীন আহত প্রেমিক ?
ব্যাপক তিমিরে একা অবিনীত সম্রাটের মত
তুলে নাও যদি পারো শুদ্ধতম আলোর বকুল।

একদা এ পৃথিবীতে আলোর দ্যোতনা নিভে গেলে
প্রদীপ্ত সূর্যের আলো কে আনবে মানুষের মনে ?
তার তরে আমি আজো প্রতীক্ষা করছি সারাদিন
সুবর্ণ শঙ্খের মালা নিজহাতে পরাবো গলায়।

যদি না দুঃখের রাতে আলোর প্রদীপ জেলে হাতে
আমাদের সহোদর ছুটে আসে জাগাতে প্রণয়,
তবে আমি নিজহাতে তুলে নেবো অতি সমারোহে
সুগন্ধি গোলাপচারা রোপনের ভার চিরকাল।

হে প্রেম হে মৃত্যু তুমি যতই আঘাত হানো বুকে
কাঁদবোনা তব জেনো অসহায় মানুষের মত।

এখন বুকের মধ্যে

এখন বুকের মধ্যে কার হাহাকার শুনি
কার নামে আজ মনের কোনে জমছে কালো মেঘ ?

কে ভাঙলো আজ আমার সাধের ঘর ?
নাম জানিনা জানিনা তার জাত,
এমনিতরো হত্যাকারী ছুরিতে দেয় শান !
কাঁদছে প্রেমিক, কাঁদছে ভগবান !
হাতের রক্ত ছুরিতে আজ হৃদয় ভেঙে
হ'ল যে খান খান ।

কি পেলি তুই, ভাই বোনকে মেরে অতঃপর ?
বুকের মধ্যে কান পেতে শোন
ডাকছে এখন অমর মানুষ
ডাকছে ভগবান ।

প্রেমিকার জন্য

পূজার সময় কোন উপহার সবচেয়ে বল দামী—
একটি রঙীন ফুল না একজোড়া মুক্তার দুল ?
যদিও এখন আমি নিউ মার্কেট থেকে অতি সমারোহে
এনেছি ফুলের গুচ্ছ ফুলদানি ভরে দেবো বলে।

মুক্তার দুল নিলে তোমাকে মানাবে বেশ জানি
হারাবেনা কখনও শত শত মানুষের ভীড়ে
তবুও আমার মন আমার এ কঠিন হৃদয়
রঙীন ফুলের গন্ধে ভরে ওঠে বাঁধি তাই স্বপ্নের নীড়।

কাগজের ফুল দিয়ে অনায়াসে উপহার দেওয়া যেতে পারে
কিন্তু সে ফুলে নেই আসল ফুলের মত সুগন্ধ তেমন।
মনে আছে একদিন তুমিই তো বলেছিলে
টাকা দিয়ে যায় না কেনা মানুষের অমূল্য হৃদয়।

চমড়ার ব্যাগে বই নিয়ে তুমি যখনই কলেজে যাও
তখন তোমার সেই দামী কথা বার বার মনে পড়ে যায়
পূজার সময় তাই উপহার দূরে ফেলে রেখে
ছোট এ কবিতাখানি— তোমাকে দিলাম।

বাঁচার শপথ

এখন আমাকে তোমরা কোনো গান শুনিয়ো না
এখন আমাকে তোমরা কোনো গল্প শুনিয়ো না
একা একা সারাদিন পথ চলবো বলে
আমি আজ সঙ্গে নেবো ধ্বনিত বিষাদ।
পৃথিবী আমার কাছে শুধু খেলাঘর
কান্না তার জমে আছে সৃষ্টির ভিতর।
ফুল, পাখি, লতা সব মরে যায়
শোধ করে সকলেই জীবনের ঋণ।
আমরা সকলে তবু গান গাই
ভুলে যাই কঠিন সময়।
নিয়তি নিষ্ঠুর বড়
দুদিনের খেলা শেষে ভেঙে দেয় মানুষের ঘর
আমরা মানুষ তবু, ঘনিষ্ঠ প্রত্যয়ে নেবো
পৃথিবীতে বাঁচার শপথ।
তুলসী তলায় তবু জ্বালাবো প্রদীপ
জীবনের গোধূলি বেলায়।

সময়ের সেতুবন্ধ থেকে

বৃষ্টির প্রাচুর্য নিয়ে আমি আজ ফিরে যাবো
বয়সের পুরাতন ঘরে। যেখানে অনেক হাসি,
যেখানে অনেক গান সমস্ত বেদনাকে ছুঁয়ে
পড়ে আছে। স্মৃতির নৌকা ভাসে
আজো সেই পরিচিত যমুনার জলে।

কিছুটা বিশ্রাম পেলে সময়ের সেতুবন্ধ থেকে
ফিরে যাবো শৈশবের স্বপ্নময় ঘরে।
আকাশ কি পাতালের গভীরতা ছুঁয়ে
বাঁধবো না ঘর বৃথা এই বেলা বালুকার চরে।

যখন ফিরবো ঘরে দিনান্তের গোধূলি বেলায়,
কি রাখবো খেলাঘরে? কি রাখবো সবাকার তরে?
আমার প্রার্থিত যশ কোনদিন ফিরে পাই যদি,
হৃদয়ে রাখবো তার অনুরক্ত পুরাতন স্মৃতি।

একটি ফুলের স্বপ্নে বসে থেকে বিদায় বেলায়
কান্নার শিশিরে আমি সে ফুল ফোটাবো নিরবধি।

পাষাণপুরীর কথা

প্রাচীন যুগের কোন মানুষের মত
আমরা আজও সেই অন্ধকারে বসে আছি ;
আমাদের চোখের সমুদ্রে
বিরাজিত আজও সেই মায়া।
মনে পড়ে, ছেলেবেলা পুরানো খাতার পাতা কেটে
অকাতরে বানিয়েছি নৌকা জাহাজ,
পিচবোর্ডে ঘরবাড়ী—আলতায় রাঙানো দেওয়াল।
স্বাভাবিক বালকের মত অনেক স্বপ্নে বুক বেঁধে
দর্পনে মুখ দেখে হেসেছি কেবল।
শুনেছি সাম্রাজ্যে নাকি কারো কোন অধিকার নেই—
রাজার, প্রজার কিংবা দেবতারও নয়।
অথচ আজও সেই সাম্রাজ্যের মোহে
সমগ্র পৃথিবী জুড়ে এত কোলাহল!
অকাতরে মানুষ নাকি ভায়ের গলায়
নিজ হাতে বিষাক্ত ছুরি মারতে পারে!
কি হবে শহর গড়ে, কি লাভ পাষাণপুরী বেধে ?
তার চেয়ে ফিরে চল বনানীর শীতল ছায়ায়,
অন্ততঃ মানুষের নামে কিছুটা কলঙ্ক মুছে যাক্।

একটি গোলাপের মোহে

না বন্ধু এখন সেই পুরাতন কথাগুলি ভেবে
হৃদয়ে রেখোনা আর অগোপন করুণার ব্যথা।
পুরাতন সব স্মৃতি ভেসে যাক স্রোতের ভেলায়,
ভোরের নন্দিত ফুল তুলে নাও অন্য অভিসারে।

রূপময় পৃথিবীতে তা না হলে কে জাগাবে প্রেম?
তা না হলে কে বা নেবে সমস্ত দুঃখের গ্লানি ভুলে
সুগন্ধি গোলাপচারা রোপনের ভার চিরকাল?
কে দেখবে সারাদিন ক্ষেত ভরা সোনার ফসল?

একটি প্রশান্ত মূর্তি পৃথিবীতে দেখে যাবো বলে
প্রেমিকের মত আমি অন্ধকারে শ্রাবণ বেলায়
বসে আছি নিরজনে একটি প্রদীপ শিখা জেলে,
আনন্দ দুঃখের স্মৃতি হৃদয়ে ভাসছে অনুরত।

একটি ফুলের মোহে সমস্ত বেদনা বুকে নিয়ে
আমি একা বাগানেতে দেখে যাব গোলাপের চারা।
না বন্ধু. এখন সেই পুবাতন কথাগুলি ভেবে
হৃদয়ে রেখোনা আর অগোপন করুণার ব্যথা।

পুরাতন সব স্মৃতি ভেসে যাক স্রোতের ভেলায়,
ভোরের নন্দিত ফুল তুলে নাও অন্য অভিসারে।

দরজা খোলার আগে

দরজা খোলার আগে ভোরবেলা ওহে সজনীরা
বারেক স্মরণ করো বিগত রাত্রির ইতিকথা
হয়ত দেখতে পারো জীবনের পানপাত্র হাতে
দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে তোমাদের সম্রান্ত প্রেমিক।

পৃথিবীর সব গান থেমে গেলে অতি সমারোহে
তখন রচনা কোরো যদি পারো আরেক ভুবন।
সারাদিন কীটদুষ্ট গোলাপ-চারার দিকে চেয়ে
সমস্ত পাওনা-দেনা ঢেলে দিও দেবতার পায়ে।

তা যদি না পারো তবে কেন বৃথা করো অন্বেষণ
প্রাগৈতিহাসিক সেই মানুষের অমল শরীর ?
অনেক ভোরের স্বপ্নে শোকমগ্ন রমণীর মত
এখন ফেলো না অশ্রু অতীত সে সমাধির পরে।

দরজা খোলার আগে ভোরবেলা ওহে সজনীরা,
সম্রান্ত প্রেমিকদলে গোপন যাদুতে ডেকে নাও।

হে জলধি স্থির থেকো

হে জলধি, স্থির থেকো নিশ্চিত গহনে।
তোমার দর্পণে আজ মুখ দেখে যাবো
এই বলে সারাদিন শুধু বসে আছি,
পরিচিত সময়ের জলঘড়ি মেপে।

পিপাসার জল দেবে প্রতিশ্রুত ছিলে,
তোমাকে রেখেছি তাই মনের কোণায়।
যদিও আমার দৃষ্টি প্রসারিত নয়,
তবু আজো স্বপ্ন দেখি শোকাহত ছবি।

হে জলধি স্থির থেকো সকল সময়,
আমি এই জীবনের তরী বেয়ে শুধু
চলে যাবো অন্ধকারে অতি সাবধানে
নরকের ভয়ঙ্কর ছবি মনে রেখে।

আমি তবু কোনদিন করুণা চাই না,
কোন ঘৃণ্য নারীমূর্তি দেখতে চাইনি,—
যা থেকে অন্ততঃ এই সমস্ত শরীর
যন্ত্রণার বদ্ধ হ্রদে ডুবে যেতে পারে।

প্রেমহীন অন্ধকারে

তোমরা এখান থেকে সরে যাও।
ভীত কুকুরের মত তোমাদের মুখ
আমি আর দেখতে পারছি না।
ভায়ের মুখ, আত্মীয়ের মুখ,
শয়তানের মুখের দিকে তাকিয়ে
একাকার হয়ে গেছে।
আমরা মানুষ বলে নিজেদের
নাম ভাঁজিয়ে অনায়াসে পথ চলতে পারি,
পাতার আড়ালে মুখ ঢেকে
ভায়ের মত কথা বলতে পারি।
অথচ আজও সেই মুখোশের অন্তরালে
ভৌতিক মুখের মত জেগে আছে
আমাদের পরিচিত মানুষের মুখ।
সামান্য জমির জন্য যারা অকাতরে
নিজের ভায়ের বুকে ছুরি মারতে পারে,
তেত্রিশ কোটী দেবতা থাকতে
যারা ভায়ের মুখের গ্রাস কেড়ে খেতে পারে
হয়ত তাদের জন্য এ পৃথিবীটা।
নয়ত তাদের কেন মৃত্যু হয় না,
তারা কেন মানুষের পবিত্র নামে কলঙ্ক রটায়।

দুই বাংলা

এপার বাংলা ওপার বাংলা
দুই বাংলার মানুষ এক, একই ভাষা
দুই বাংলার মাটিতে ফসল ফলে
একই ফসল, একই ভালবাসা।

এপারে গঙ্গা, ওপারে পদ্মা
নেই কোন ভেদাভেদ ;
ওদের আল্লা, আমাদের ভগবান
ওদের কোরাণ আমাদের সে তো বেদ।

ধন চাইনা, মান চাইনা
কেবল বলতে চাই
রাম - রহিম আর রহমান
সকলে ভাই ভাই।

জলের গভীরে যাবো

এপার ওপার করে কতবার কেটেছি সাঁতার,
মানুষের পৃথিবীটা যেন এক গভীর পুকুর।
সাঁতার শিখেছি তাই চলে যাবো অতি সাবধানে
ওপারের নামহীন অজানিত স্বাভাবিক ঘাটে।

সাঁতার না জেনে কেউ পারবেনা পার হয়ে যেতে,
ডুবে যাবে, ডুবে যাবে সুগভীর জলের তলায়;
হাত ধরে তুলে নিতে কোন দিন আসবে না কেউ।
জলের গভীরে আছে অগণিত গোপন শমন,
কেঁপে ওঠে সারা দেহ, প্রসারিত চেতনা আমার।
জলের গভীরে যাবো, এ আমার আজীবন সাধ
যা থেকে জানতে পাবো জীবনের শেষ পরিণতি।

আমাকে এখন কেউ পিছু ডেকে ডেকো নাকো আর
কাছাকাছি এসে গেছি, আরো কিছু পথ আছে বাকী;
আর আমি ফিরবো না পৃথিবীর মায়াহীন বুকে,
কাটাবোনা বসে বসে মিছে আর অমূল্য সময়।

ঈশ্বরের রাজত্বে

একবার দুবার করে তোমার দুয়ারে বহুবার
করাঘাত করে গেছি সময়ের ব্যবধান ভুলে।
নিরালায় কোনদিন প্রাণে প্রেম দেবেনাকো জানি,
তবুও তোমার স্মৃতি হৃদয়ে রেখেছি আজো তুলে।

প্রেম জানি কোনদিন ধরা ছোঁয়া যায় না কোথাও,
কে কিনবে কার সাধ্য রোধে তার গতি ?
জীবনের পানপাত্র ভরে নিতে তার পিছে ঘুরে
আমরা সবাই দেখি মরিচীকা, কঠিন নিয়তি।

ঈশ্বরের সাথে যদি কোন দিন পরিচয় ঘটে,
কোনদিন যদি তার প্রশান্ত মুখের ছবি দেখি,
তবে তার কাছে শুধু একটি কথাই বলে যাবো—
তোমার রাজত্ব খাসা ; খাঁটি নেই, সব কিছু মেকী।

দুদিনের কোলাহল থেমে গেলে জীবনের শেষে
অবার নতুন করে তোমাকেই যাবো ভালবেসে।

ভেল্কিবাজী

আমি এখন চাইনা জেনো সাত রাজার ধন এক মানিক
বুকের আগুন জ্বলছে জ্বলুক,
কবির সভায় কাব্য পড়ে ধন্য হতে চাইনা জেনো
সারা গায়ে পালক এঁটে চাইনা হতে পক্ষীরাজ,
যা খুশি তাই বলুক লোকে, দালাল হতে চাইনা তবু।

কবির সভায় ভাঁড়কে এনে বেজায় খুশি দালাল কবি,
সাবাস সাবাস বলছে সবাই,
বলছে সুদূর বিটলে বীট,
এতেই কবি ধন্য হল, ভাবল যে তার দেশজোড়া নাম,
ভেল্কিবাজীর এমন মজা লুটতে এলো উঠতি কবি।

দেশ জানে না, মান জানে না, জানে শুধু একটি কথা
নিজে বাঁচলে বাপের নাম,
ভাঁড়কে ঘিরে নৃত্য করে ভেল্কিবাজীর এমনই মজা,
দালাল কবির গায় হরিনাম।

একটি কবিতার মত

একটি নতুন ফুল পরিযত্নে তুলে নেবো বলে
একাকী বাগানে আমি বসে আছি জেগে সারা রাত ;
একটি নতুন ফুল পুরাতন গোলাপ চারায়
দেখে যেতে চাই আমি যাবার বেলায়।

প্রত্যহ আমরা সব আশা নিয়ে অতি সমারোহে
পৃথিবীকে বানিয়েছি আমাদের প্রিয় খেলাঘর।
এখন যাবার বেলা তবু আমি একাকী প্রেমিক
বলবোনা করুণ সুরে, পৃথিবী বিদায়।

সাইত্রিশ

মৃত্যুর আগে

সমস্ত আলো নিভে যাবার আগে
হে বন্ধু, তোমরা কথা বলো,
বিবর্ণ আলোয় ছাখো
তোমাদের পরিচিত মানুষের মুখ।
বাইরে প্রচণ্ড ঝড়
ঘরের দেয়ালে কাঁপে
ঈশ্বরের ছবি।
সমস্ত আলো নিভে যাবার আগে
হে বন্ধু, তোমরা আকাশকে ছাখো।
কারণ এই আকাশই একদিন
আমাদের দিয়েছিল
মাঠভরা সোনালী ধানের প্রতিশ্রুতি।
সমস্ত আলো নিভে যাবার আগে
হে বন্ধু, তোমরা সূর্যের দিকে চেয়ে ছাখো।
কারণ ওই সূর্যই একদিন
আমাদের চেতনা দিয়েছে।
ভয়ঙ্কর ভাবনায় আমার সর্বাঙ্গ কাঁপছে
শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে মৃত্যুর দূত।

রমণীরা জাদু জানে

আমায় ডেকোনা তবে হে প্রণয় নন্দিত মোহিণী,
ভোরবেলা জাফরানি রঙের নেশায় কথা ভুলে
হেঁটে যাবো বাগানের প্রস্ফুটিত গোলাপের কাছে
একটি রঙীন ফুল তুলে নেবো অন্য অভিসারে।

কাননের সব ফুল ঝরে গেলে বেলা অবসানে
আবার ফোটাবো আমি শুদ্ধতম আলোর বকুল।
সব আলো নিভে গেলে জীবনের ঘনিষ্ঠ সীমায়
একটু প্রণয় চাই তবু এক অভিপ্রায় রমণীর কাছে।

রমণীরা দিতে পারে আমাদের সব কিছু ধন।
রমণীরা জাদু জানে। চোখের কোমল চাহনিতে
রাজার সমস্ত ধন চুরি করে নিতে পারে জেনে,
রমণীর কাছে যেতে সাহস ছিল না কোন কালে।

আজ জানি কিংবদন্তী হয়ে গেছে অতীতের স্মৃতি
আমার হারানো ধন খুঁজে পাই রমণীর কাছে।

হে সূর্য তুলে ধরো

বাইরে প্রচণ্ড ঝড়, ঘর থেকে যাবোনা কোথাও ;
সমস্ত শরীর কাঁপে, ভয়ঙ্কর ভাবনা আমার ;
যৌবন বিদেহী আত্মা জেগে ওঠে দীপ্ত অভিমানে,
অসহ্য বেদনা জাগে নিরন্তর বুকের ভেতর ।

হে সূর্য, একা শুধু তুলে ধরো তোমার আলোয়,—
রাতশেষে হৃদয়েতে প্রভাতের নানারঙ নিয়ে ।
যেহেতু সামর্থ্যহীন আমিএক প্রণয় বিলাসী,
সমারোহে চলে যাবো জীবনের অনন্ত সীমায় ।

ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি কেঁপে ফেরে শুনেছি অনেক ;
তাইতে বেদনা আমি কোনদিন সইতে পারিনা,
আলোর গভীরে যাবো এ আমার আজীবন সাধ
যাথেকে জানতে পাবো জীবনের শেষ পরিণতি ।